গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]
[প্রজ্ঞাপন]

১২৭

আদেশ নং-০২৩/২০২১/ কাস্টমস/ **তারিখ: ২২/০৯/২০২১ খ্রি:।**

বিষয়: বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতিহারে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় আদেশ।

বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এস.আর.ও সুবিধায় রেয়াতিহারে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিপূর্বক খালাস গ্রহণের পর উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল/কর্মক্ষমতা শেষ হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন বাস্তবিক কারণে অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর বা বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিক্রয় বা হস্তান্তরের সময় ইতোপূর্বে গৃহীত শুল্ক-কর সংক্রান্ত রেয়াতি সুবিধা বহাল থাকা বা প্রত্যাহার বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান না থাকায় মাঠ পর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফলে, এক্ষেত্রে ন্যায্যতা বিধানের লক্ষ্যে The Customs Act, 1969 এর Section 219B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নরূপ আদেশ জারি করা হলো:

০২। বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোন বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:

বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোন বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে গৃহীত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত বা বহাল থাকবে; অর্থাৎ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হলে নতুন করে শুল্ক-কর পরিশোধ করতে হবে না। তবে এ ধরণের বিক্রয় বা হস্তান্তরের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

০৩। বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে নন-বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয় পদ্ধতি:

বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে অন্য কোন নন-বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যহারকালের আনুপাতিক হারে আমদানি পর্যায়ে গৃহীত শুল্ক-কর রেয়াত অব্যাহত বা বহাল থাকবে। এক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-কর হিসাবের পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ:

পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ = আমদানি পর্যায়ে গৃহীত রেয়াতের পরিমাণ ÷ সর্বমোট আয়ুষ্কাল বা উৎপাদন ক্ষমতা × উৎপাদনকাজে প্রকৃত ব্যবহারকাল।

অর্থাৎ, অনুমোদনযোগ্য রেয়াত হিসাব করে তা আমদানিকালে গৃহীত রেয়াত হতে বাদ দিয়ে বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি পর্যায়ের পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যাখ্যা-(ক) রেয়াতের পরিমাণ:

মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর আমদানি পর্যায়ে স্বাভাবিক হারে যে পরিমাণ শুল্ক-কর প্রদেয় হয়ে থাকে এবং এ সকল মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খালাসকালে উক্ত আমদানিকারক তথা বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদন কাজে ব্যবহারের শর্তে যে পরিমাণ রেয়াতি হারে শুল্ক-কর প্রদান করা হয় তার পার্থক্যই হবে এক্ষেত্রে রেয়াতের পরিমাণ।

(খ) আয়ুষ্কাল:

মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ক্যাটালগ বা আয়ুষ্কাল সনদে উল্লিখিত আয়ুষ্কাল বা উৎপাদন ক্ষমতা, যা আমদানিকালে শুল্ক স্টেশনে দাখিল করা হয়ে থাকে তা এক্ষেত্রে উক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল বা উৎপাদন কর্মক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি কোন মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ক্যাটালগ বা আয়ুষ্কাল সনদ না থাকে বা আমদানিকালে শুল্ক স্টেশনে দাখিল করা না হয়ে থাকে তাহলে বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমাদানি নীতি আদেশের বিধান অনুযায়ী কোন খ্যাতনামা সার্ভে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা নির্ধারণ করতে হবে।

উদাহরণ: বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কোন মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের আয়ুষ্কাল ১৫ (পনের) বছর হলে, খালাসকালে উক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের প্রদেয় স্বাভাবিক শুল্ক-কর ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা হলে, এস.আর.ও সুবিধার আওতায় প্রকৃতপক্ষে পরিশোধকৃত শুল্ক-কর ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা হলে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ০৩ (তিন) বছর উৎপাদন কাজে ব্যবহার শেষে তা কোন নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর বা বিক্রয়ের আবেদন করা হলে, এক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

(ক) আমদানি পর্যায়ে গৃহিত রেয়াতের পরিমাণ = (৩,০০,০০০.০০ - ১,০০,০০০.০০) টাকা = ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ মাত্র) টাকা;

(খ) আয়ুষ্কাল ১৫ (পনের) বছর;

(গ) ৩ (তিন) বছর ব্যবহার শেষে অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল = (১৫ – ৩) = ১২ (বার) বছর;

(ঘ) বহালযোগ্য রেয়াতের পরিমাণ = ২,০০,০০০.০০ টাকা ÷ ১৫ বছর × ৩ বছর = ৪০,০০০.০০ টাকা;

(ঙ) বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-করের পরিমাণ হবে = (২,০০,০০০.০০ -৪০,০০০.০০) টাকা = ১,৬০,০০০.০০ (এক লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) টাকা।

০৪। শুল্ক-কর পরিশোধ পদ্ধতি:

(ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরকালে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধযোগ্য শুল্ক-কর অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

(খ) মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক পরিশোধযোগ্য হবে। মূসক আরোপযোগ্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আয়কর বিভাগের এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের আমদানি মূল্যের অবচয়িত মূল্য হিসাবযোগ্য হবে এবং এরূপে নির্ধারিত অবচয়িত মূল্য 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে;

(গ) উপ-দফা (খ) এর ক্ষেত্রে অবচয়িত মূল্য হিসাবের জন্য বছরের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস বা তার বেশি সময়কে ১ (এক) বছর গণনা করা হবে এবং ৬ (ছয়) মাসের কম সময়কে গণনা করা হবে না;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের পূর্বেই প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি বন্ড লাইসেন্স নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তরে পরিশোধ করতে হবে; এবং

(ঙ) বিক্রয় বা হস্তান্তরের অনুমোদন পত্রের কপি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন এবং শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০৫। বিবিধ:

(ক) মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হস্থান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমদানিকালে স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে উক্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খালাস গ্রহণ করা হয়েছিল, তা যতদূরসম্ভব হস্তান্তর গ্রহণকারী বা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(খ) ইপিজেড, বেপজা, বেজা এলাকায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও এ আদেশ পরিপালিত হবে।

০৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

২২/৭/২২

(মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)
ফোন-০২৪৮৩১৮১২২, এক্স-৩৪৩
ই-মেইল-ssbondnbr@gmail.com

প্রাপক:

উপ পরিচালক,
বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।

(বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিতব্য)

৩০৭

নথি নং-০৮.০১.০০০০.৫৬.০১.০০১.২০২০/২৬৮(২৭) তারিখ : ২২/০৯/২০২১ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতির জন্য: (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)-

১। সদস্য (কাস্টমস: রপ্তানি, বন্ড ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
২-৪। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা/বেপজা/হাই-টেক পার্ক, ঢাকা।
৫-৬। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
৭-১২। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মোংলা/পানগাঁও/আইসিডি (কমলাপুর)।
১৩-১৮। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট/ রাজশাহী/যশোর/খুলনা/রংপুর/কুমিল্লা।
১৯। মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
২০। পি.এস. টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
২১। সভাপতি, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাঃ, ঢাকা।
২২। সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা চেম্বার বিল্ডিং, ঢাকা।
২৩। সভাপতি, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, চেম্বার হাউস, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২৪। সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২৩/১, পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৫। সভাপতি, বিকেএমইএ, প্লানার্স টাওয়ার (১৩ তলা) ১৩/এ সোনাগাঁও রোড, বাংলা মটর, ঢাকা।
২৬। সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ), ঢাকা।
২৭। সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা।
২৮-২৯। অফিস কপি/গার্ড কপি।

২২/৯/২১

(মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)
ফোন-০২৪৮৩১৮১২২, এক্স-৩৪৩
ই-মেইল-ssbondnbr@gmail.com